# ইউনিট ১: তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ, পরিসর, উদ্দেশ্য এবং প্রেক্ষাপট

## ভূমিকা

ব্যক্তি, সমাজ, দেশের উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তি ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম শিক্ষা। সকল দেশের উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার উন্নয়ন তথা আধুনিক শিক্ষা। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় সকল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে শিক্ষার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে। পরিবর্তন হয় মানুষের চাহিদা আর এনে দেয় সাফল্য। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে সকল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে কাঠামোগত ভিন্নতা। তার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় প্রতি দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতিগত দিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিবেশের পার্থক্য। তাই বিভিন্ন দেশে মৌলিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা। আর এ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে উন্নীত হয় শিক্ষার মান, সূচনা হয় দেশের অগ্রযাত্রা। সে সাথে গঠিত হয় প্রগতিশীল রাষ্ট্র। কোন দেশে রয়েছে সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা, আবার কোন দেশ কিছু সংখ্যক নাগরিকের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। তবে বর্তমানে বিশ্বে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রচলনের প্রতি আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শিক্ষা সর্বজনীন বিধায় তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ আবশ্যক। শিক্ষা যেহেতু চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া সে কারণে তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনের সহায়ক। জন ডিউই বলেছেন,"শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক পুনর্গঠন।" তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে সার্বিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এ ইউনিটটি রচনা করা হযেছে।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ


পাঠ ১.১: তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ এবং ধারণা
পাঠ ১.২: তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর
পাঠ ১.৩: তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
পাঠ ১.৪: তুলনামূলক শিক্ষার উৎস এবং কার্যকারিতা
পাঠ ১.৫: শিক্ষা অধ্যয়নে তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ ১.৬: উন্নত দেশের শিক্ষামূলক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
পাঠ ১.৭: উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষামূলক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
পাঠ ১.৮: তুলনামূলক শিক্ষার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

# পাঠ ১.১: তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ এবং ধারণা

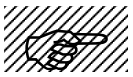

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ উল্লেখ করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষার পরিচিতি প্রদান করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সামগ্রিক ধারণা বিবৃতি করতে পারবেন।

## তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ

তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে জানার আগে প্রথমেই জানতে হবে শিক্ষার প্রকৃতরূপ। সে উদ্দেশ্য সামনে রেখে জেনে নেয়া যাক শিক্ষার অর্থ।

### শিক্ষা

'শিক্ষা' শব্দটি সংস্কৃত ধাতু 'শাস' হতে নেয়া হয়েছে। "শাস" কথাটির অর্থ 'নিয়ন্ত্রণ, শাসন, নির্দেশ দান।' শব্দগত অর্থে 'শাস' কথাটির অন্তরে রয়েছে ব্যবস্থা তথা আরোপিত ব্যবস্থা। শিক্ষার অন্য একটি সমার্থক শব্দ 'বিদ্যা' যা সাংস্কৃত শব্দ 'বিদ' ধাতু থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। 'বিদ' অর্থ জ্ঞান অর্জন করা বা জানা। তবে বর্তমানে জ্ঞান অর্জন করাকে ব্যাপক অর্থে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ শুধু অর্জন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করাকে বোঝানো হয়।

'শিক্ষা'র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Education' যা বিভিন্ন মতানুসারে ল্যাটিন 'Educare', 'Educere' ও 'Educatum' শব্দগুলো থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। 'Educare' শব্দটি দিয়ে 'To Develop', 'To Nourish' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নত বা বিকশিত হওয়া এবং ব্যক্তিকে লালন করা বোঝায়। 'Educere' শব্দটি 'To draw out,' 'To lead out' বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যার শব্দগত অর্থ হচ্ছে ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসা বা ভিতর থেকে বাইরে বের হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা। অন্যদিকে 'Educatum' শব্দের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করার দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

মনীষী প্লেটো শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, "সঠিক সময়ে আনন্দ ও বেদনার অনুভূতিই হচ্ছে শিক্ষা"। অর্থাৎ তিনি জীবন এবং জীবন বিকাশের জন্য আচরণের কথাই প্রকাশ করেছেন।

এরিস্টটলের ভাষায়, "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি করার নামই শিক্ষা"। এ উক্তিটির মাধ্যমেই জীবন ঘনিষ্টতার প্রমাণ বিদ্যমান।

John Dewey-র ভাষায়, "Education is the process of living through continuous reconstruction of experiences". ক্রমাগত অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে জীবনযাপনের নামই শিক্ষা। তিনি ধারাবাহিকভাবে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের কথায় স্মরণ করিয়েছেন, প্রকৃত অর্থে 'শিক্ষা' হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আচরণের কাঙ্খিত, বাঞ্ছিত ও স্থায়ী পরিবর্তন।

## তুলনামূলক শিক্ষার পরিচিতি ও ধারণা

তুলনামূলক শিক্ষার জনক **স্যার মাইকেল স্যাডলার** সর্বপ্রথম তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোকপাত করে সংজ্ঞা প্রদান করেন। তুলনামূলক শিক্ষার অর্থ হচ্ছে– বিভিন্ন দেশ, সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা। স্যার মাইকেল স্যাডলার এর ভাষায় তুলনামূলক শিক্ষা হচ্ছে, "In studing foreign systems of education we should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools…….A national system of education is living thing, the outcome of forgotten struggles and difficulties and of battles long ago. It has in it some of the secret working of national life." অর্থাৎ যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে বহিঃস্থ বিষয় ও পরিবেশ বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অপেক্ষা গুরুত্বহীন নয়। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চলমান প্রক্রিয়া, যা সুদীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, আর একটি জাতীয় জীবনের কার্যক্রমের মধ্যেই নিহিত।

স্যার মাইকেল স্যাডলার

প্রকৃত অর্থে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তুলনামূলক শিক্ষা সেই বিষয় যার মাধ্যমে নাগরিকগণ নিজেদের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক দিকের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনা, পর্যালোচনা করে এবং নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক ধারণা লাভ করে।

মাইকেল স্যাডলারেরপর অই. এল. ক্যান্ডেল, নিকোলাস ম্যালিনসন, হান্স প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধেধারণা প্রদান করেন। শিক্ষাবিদ ক্যান্ডেলের মতে, "The purpose of comparative education, as of comparative law, comparative literature or comparative anatomy, is to discover the differences in the forces and causes that produce differences in educational systems". তাঁর মতে, তুলনামূলক শিক্ষা হচ্ছে যে সব নিয়ম–কানুন, শক্তি ও উপাদান কোন সমাজের কৃষ্টিকে উন্মোচন করে এবং নানাভাবে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করে তার পাঠই তুলনামূলক শিক্ষা।

অন্যদিকে শিক্ষাবিদ **ম্যালিনসনও** তুলনামূলক শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তাঁর ভাষায়, "যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও শিক্ষার তুলনামূলক পর্যালোচনাই তুলনামূলক শিক্ষা নামে পরিচিত। এ জাতীয় পর্যালোচনার মাধ্যমেই নানা রকম সংস্কৃতি ও শিক্ষার সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য এবং এগুলোর কারণসমূহ নির্ধারণ করা যায়"।

**মার্ক এন্টনী জুলিয়েন** তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, "Education and other sciences, is based on facts and observations, which should be ranged in analytical tables, easily compared in order to deduce principles and definite rules". তিনি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থকভাবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

**অধ্যাপক এডমন্ড এফ কিং** এর মতে, "আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা ও অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত তুলনামূলক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হয় না। পরিবর্তনশীল মানুষকে ঠিকভাবে বুঝা না গেলে বিবর্তনশীল শিক্ষাকেও বুঝা যায় না। বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট নিয়েই জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আলোচিত, বিবেচিত, পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হওয়া উচিত"।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ বিয়ারডে বলেন, "শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে সব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে এবং তার মধ্যে যে সব পারস্পারিক ভুল–ত্রুটি দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করা তুলনামূলক শিক্ষার কাজ। বস্তুত পক্ষে, মৌলিক নীতিগত দিক থেকে ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করাই তুলনামূলক শিক্ষা।

মূলত বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ দিকসমূহ বর্ণনা তুলনামূলক শিক্ষার অঙ্গ যা পাঠের আবশ্যকীয় দিক হিসেবে চিহ্নিত। তবে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ দিকসমূহ কী কারণে সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্লেষণ না করলে এবং শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্যগত কারণসমূহ উদঘাটন করা না হলে তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা, পর্যালোচনাভিত্তিক তথ্যসমূহকে তুলনামূলক শিক্ষার মৌলিক উপাদান বলা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. সকল দেশের উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন কোনটি?
ক. সামাজিক উন্নয়ন
খ. শিক্ষার উন্নয়ন
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
ঘ. রাজনৈতিক উন্নয়ন

২. "শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক পুনর্গঠন"– উক্তিটি কার?
ক. এরিস্টটল
খ. মাইকেল স্যাডলার
গ. ম্যালিনসন
ঘ. জন ডিউই

৩. 'Educare' শব্দের অর্থ
ক. To develop
খ. To lead out
গ. To drow out
ঘ. To know

৪. তুলনামূলক শিক্ষার জনক কে?
ক. ক্যান্ডেল
খ. ম্যালিনসন
গ. মাইকেল স্যাডলার
গ. এরিস্টটল

**উত্তরমালা:** ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. গ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা কী? উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
২. তুলনামূলক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
৩. শিক্ষাবিদ ক্যান্ডেল তুলনামূলক শিক্ষা বলতে কী বুঝিয়েছেন?

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মার্ক এন্টনী জুলিয়েন জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক করার জন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্লেষণের উপর কেন গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
২. তুলনামূলক শিক্ষার ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

# পাঠ- ১.২: তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর

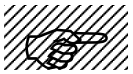

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর বর্ণনা করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মতামত পর্যালোচনা করতে পারবেন।

## তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর

কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে সে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর শিক্ষার এ প্যার্থক্যগত দিক জানা মানুষের সহজাত প্রবণতার অন্তর্গত। বিশেষত উন্নত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে মানুষ কৌতুহল বোধ করে এবং নিজ দেশের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করে। এ ছাড়া উন্নত বিশ্বের শিক্ষার বিভিন্ন দিক যা নিজ দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষার বিভিন্ন দিক যা নিজ দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত তা প্রচলনের জন্যও ব্যবস্থা করা হয়। এসব কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা জানা অনস্বীকার্য, যা তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্গত।

তুলনামূলক শিক্ষার প্রসারতা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জ্ঞান অর্জনের ফলে তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যাও জানা যায় এবং পরবর্তীতে সমস্যাসমূহ দূর করণের ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। বলা যায়, তুলনামূলক শিক্ষা এখন শিখন অঙ্গনে আকর্ষণীয় শিক্ষা বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক সময় বিষয়টি পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষণা করা হলেও বর্তমানে বিষয়টিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণার বিষয় হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

পূর্বে শুধুমাত্র বিদেশী শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ বিষয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চ স্তরে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের কিছু দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিষয়টি অধ্যয়ন করা হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমেক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথ সুগম করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষাবিদগণ নানাভাবে বিষয়টিকে সমৃদ্ধ ও চাহিদাসম্পন্ন করে তুলেছেন। তাঁরা আশা পোষণ করেন, গবেষক এবং এ বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের সুষ্ঠু কার্যক্রম দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিষয়টি অতি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। একই সাথে বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিজ দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাস্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এর ফলে উক্ত দেশগুলোর শিক্ষা সামগ্রিক দিক আজ আর অজানা নেই। অন্যদিকে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যা বিবেচনা করে গবেষণার মাধ্যমে তা সমাধানের অওতায় আনা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনা করে নিজ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে যা তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়বস্তু হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়। বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন দেশের জনগণ কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে এ শিক্ষা বিস্তারের আরও প্রয়োজন রয়েছে। সে লক্ষ্যে সমাজ তথা বহির্বিশ্বে সুদৃঢ় অবস্থানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শিক্ষা

চলমান প্রক্রিয়া হওয়ায় এ বিষয়ের পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন গবেষণা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে এ শিক্ষার বিস্তার হওয়া সম্ভব বলে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ মত পোষণ করেন।

আমাদের দেশে বিষয়টির প্রচলন খুব বেশি দিনের না হলেও শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে বিষয়টি বিগত প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি আকর্ষণীয় বিষয় হিসেবে অধ্যয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

## তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞগণের মতামত

তুলনামূলক শিক্ষা বিষয়টি নূতন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয় অধ্যয়নের অন্তর্গত বিষয়বস্তু ছিল শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা, কার্যপ্রণালীর নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে সংযোগ করা হয় বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তথা শিক্ষাব্যবস্থার পার্থক্যগত তুলনামূলক ব্যাখ্যা।

উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে নানাভাবে তুলনামূলক শিক্ষার কাজ এগিয়ে যায় যা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

- প্রাথমিক কাজ বা পর্যায় হিসেবে এ শিক্ষার অন্তর্গত মূল বিষয়বস্তু ছিল মানবীয় কল্যাণ সাধনের জন্য দিক নির্দেশনা দেয়া। অর্থাৎ এ শিক্ষা গ্রহণ করে বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক দিকের সমস্যা সমাধানকল্পে মানুষের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব।
- পরবর্তী কাজ বা দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে এ বিষয় পাঠ ও গবেষণার অগ্রসরতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃত অর্থে এর মাধ্যমে বিশ্বের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা এবং শিক্ষার বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়, যার বেশির ভাগ প্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা ব্যুরোর "International Year Book of Education" প্রকাশিত পত্রিকায়। মূলতঃ এ পত্রিকায় মাধ্যমে জানা যায় বিভিন্ন দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও শিক্ষা সমস্যা। এর ফলে শিক্ষা সম্পর্কিত নানাবিধ তথ্য আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় পড়ে।
- সর্বশেষ কাজ বা পর্যায়ে তখন স্থান লাভ করে বিশ্বে বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে তুলনামূলক শিক্ষা অর্জন।
- মূলত এ তিনটি পর্যায় গ্রহণ করা হয় তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর বৃদ্ধির মানসে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। একই সাথে এ বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণার পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়।

পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার মাধ্যমে বিষয়টি আধুনিক এবং উচ্চ শিক্ষার অধ্যয়ন উপযোগী করে তোলা হয়।

## তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিম্নরূপ

### চার্লস লুই মন্টেস্ক্যুইয়ের মতামত

ফরাসী শিক্ষাবিদ চার্লস লুই মন্টেস্ক্যুই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নের জন্য কিছু নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়মগুলো ছিল বিষয়টির ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সহায়ক। মন্টেস্ক্যুই চেয়েছিলেন তার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের মধ্য দিয়েই বিষয়টি সমৃদ্ধি লাভ করবে।

### আই এল ক্যান্ডেলের মতামত

অধ্যাপক আই এলক্যান্ডেল তুলনামূলক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, এ বিষয়ের শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয়নীতি, জাতীয় চরিত্র, শিল্প কাঠামো, শিক্ষাক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ, প্রশাসন ইত্যাদি পাঠের অন্তর্গত না। প্রকৃত অর্থে একটি দেশের শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিক যেমন– শিক্ষার মান, সমস্যা, সমস্যার কারণ চিহ্নিত করা এবং রাজনৈতিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি অনুসারে উক্ত সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনাও তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্গত। ক্যান্ডেলের বড় অবদান তিনি সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট মতবাদ অবতীর্ণ করেন যা তুলনামূলক শিক্ষার পরিসরকে বৃদ্ধি করে।

আই এলক্যান্ডেল

## অধ্যাপক নিকোলাস হান্‌সের মতামত

ক্যান্ডেলের পর তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রদান করেন নিকোলাস হান্‌স। তাঁর বিখ্যাত "Comparative Education" গবেষণায়, শিক্ষায় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্বন্ধে "Theory of Causation" বা 'কার্যকারণ মতবাদ' প্রদান করেন। তিনি মূলত উক্ত উপাদানগুলোকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করে এর প্রভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে কী পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ করেন। উপাদানগুলোর ৩টি ভাগ হচ্ছে, (ক) **স্বাভাবিক উপাদান–** ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, জাতি, ভাষা, প্রাকৃতিক সম্পদ। (খ) **ভাবগত উপাদান**- ধর্ম এবং (গ) সমাজ, মানবিকতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন। জাতীয় চরিত্রের গঠনের ক্ষেত্রে উপাদানগুলোর পর্যালোচনা অতি আবশ্যক বলে তাঁর গবেষণায় স্থান পেয়েছে, যা তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত।

## ফিলিপ ই জোনস্‌ের মতামত

ফিলিপ ই জোনস্ তুলনামূলক শিক্ষা পদ্ধতিকে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রধান্য দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় তুলনামূলক শিক্ষার মর্মার্থ হচ্ছে, "Comparative education, with rapidly increasing resources and its hopes for better methods, seems admirably suited to provide a more rational basis for planning." এক্ষেত্রে প্রতীয়মান যে তুলনামূলক শিক্ষাকে অগ্রসর করতে হলে যথাযথভাবে শিক্ষামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন।

## জর্জ বিয়ারডের মতামত

জর্জ বিয়ারড তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্বন্ধে মত পেষণ করেন যে, "বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থাকে এবং তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক দোষ–গুণ বিদ্যমান, তাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করাই এ

শিক্ষার কাজ। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে মৌলনীতি ভিত্তিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর। জর্জ বিয়ারড চেয়েছিলেন সামাজিক ও দার্শনিক নীতির আলোকে দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং তা তুলনামূলক শিক্ষার পরিসরের অংশ হিসেবে স্থান করে নিবে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. তুলনামূলক শিক্ষা প্রসার লাভ করে কখন-
   ক. উনিশ শতকের প্রথমে
   খ. বিশ শতকের মাঝামাঝি
   গ. উনিশ শতকের শেষে
   ঘ. বিশ শতকের শেষে

২. তুলনামূলক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট গবেষণা কোন সময়ে বৃদ্ধি পায়?
   ক. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়
   খ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর
   গ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়
   ঘ. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর

৩. কে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাসম্মতভাবে তুলনামূলক শিক্ষার জন্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন?
   ক. চার্লস লুই মন্টেস্ক্যুই
   খ. আই.এল.ক্যান্ডেল
   গ. জর্জ বিয়ারড
   ঘ. ফিলিপ ই. জোনস্

**উত্তরমালা:** ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অধ্যাপক জর্জ বিয়ারড তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্বন্ধে কী অভিমত প্রকাশ করেন?
২. শিক্ষাক্ষেত্রে আই.এল.ক্যান্ডেলের বড় অবদান কী?

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিকোলাস হান্‌সের গবেষণায় শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো ব্যাখ্য করুন।
২. "তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে"– উক্তিটির পক্ষে মতামত প্রদান করুন।
৩. তুলনামূলক শিক্ষার পরিসর সম্পর্কে কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মতামত উল্লেখ করুন।

# পাঠ- ১.৩: তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য বলতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অধ্যয়নের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তন জানা সম্ভব হয়। শিক্ষার মান উন্নয়ন নির্ভর করে দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় আছে বৈচিত্র্য, নতুনত্ব ও উন্নয়নের মূলসূত্র। পাশাপাশি রয়েছে কিছু ভুল ত্রুটি ও সনাতন তথ্য। তাই নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে নিজ দেশের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই তুলনামূলক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের অর্থই দেশ ও জাতির উন্নয়ন। উন্নত দেশগুলোর শিক্ষা তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করে দেশের শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিক করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষার প্রতি স্তরেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিশ্বের নানাদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়। আর এ অধ্যয়ন শেষে দেশগুলোর শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতামূলক বিভিন্ন বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, গবেষণামূলক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, যা নিজ দেশের শিক্ষা শেষে আধুনিক রূপ আনতে সহায়তা করে।

## তুলনামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে কতিপয় উদ্দেশ্য অর্জন করা আবশ্যক। উদ্দেশ্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হল–

**বুদ্ধিবৃত্তিভিত্তিক উদ্দেশ্য**– বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা পূর্বক নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আর এর মাধ্যমে শিক্ষা বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান অর্জন এবং অর্জনকৃত জ্ঞান প্রয়োগের পথ প্রসারিত হয়। কেননা শিক্ষা এবং সমাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

**পরিকল্পনা ভিত্তিক উদ্দেশ্য**–বর্তমান যুগ আধুনিক যুগ। সব দেশই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন নূতন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সে হিসেবে শিক্ষা ক্ষেত্রেও গৃহীত হচ্ছে নানা কর্মসূচী এবং প্রণীত হচ্ছে তার পরিকল্পনা। দেশের জনগণের স্বার্থে এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, এ কাজের জন্য তুলনামূলক শিক্ষার অবদান অপরিসীম।

**উপযোগিতাভিত্তিক উদ্দেশ্য**– শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে এর অর্থনৈতিক মূল্যও সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের অনেক দেশে আজ মাধ্যমিক স্তর থেকেই কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনমূলক শিক্ষার প্রচলন রয়েছে যা কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষত জাপান, চীন, কোরিয়া, নিউজিল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় কর্ম অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন দেখা যায়। ফলে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষার্থীরা কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মূলত এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজমান। বৃত্তিমূলক শিক্ষার অগ্রসরতার কারণে বেকার সমস্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, একইসাথে ব্রেনড্রেনও

হচ্ছে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল ও মধ্যআয়ের দেশগুলোর মেধা উন্নত দেশে পাচার হচ্ছে বলা যায়। তাই অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। ফলে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ। এ সমস্যা সমাধানকল্পে তুলনামূলক শিক্ষার আঙ্গিকে প্রয়োগমুখী শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিষয়টির উপর জোর দিতে হবে।

**উদ্ভাবনীভিত্তিক উদ্দেশ্য**– শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারার কর্মসূচি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে প্রবর্তন হয়েছে উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি। শিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সে সাথে দেখা যাচ্ছে গণমাধ্যমের উপস্থিতি। দূরশিক্ষণ পদ্ধতি, মড্যুলার পদ্ধতি, ডিজিটাল মাধ্যম প্রভৃতি জ্ঞানের বিকাশকে প্রসার করেছে। শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, শিখন–শেখানো পদ্ধতি, উপকরণের ব্যবহার, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, শিক্ষকের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে উন্নত দেশগুলোতে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞান অনুন্নত, উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হচ্ছে।

বর্তমানে বিশ্বের নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে। ফলে দেশে দেশে শিক্ষাক্ষেত্র পরিবর্তন হচ্ছে, প্রবর্তন হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি ও বিষয়াদি, যা যুগের চাহিদা মেটাতে সমর্থ।আমাদের দেশেও আজ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। এরই সূত্র ধরে শিক্ষাক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করা হচ্ছে। অনুসরণ করা হচ্ছে উন্নত বিশ্বের মনস্তত্ত্ব দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণের শিক্ষা মতবাদ। বলা যায়, যুগের সাথে মিল রেখে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. শিক্ষার মান কিসের উপর নির্ভরশীল?
   ক. শিক্ষা ব্যবস্থার উপর
   খ. শিক্ষাক্রমের উপর
   গ. শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতির উপর
   ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর

২. কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়তা করে কোন শিক্ষা?
   ক. সংস্কৃতি-ভিত্তিক শিক্ষা
   খ. কর্ম-অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা
   গ. ইংরেজি ভাষা শিক্ষা
   ঘ. দর্শনভিত্তিক শিক্ষা

৩. জ্ঞান অর্জন সহজবোধ্য হয়-
   ক. সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনায়
   খ. পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে
   গ. আধুনিক শিক্ষাক্রম থাকলে
   ঘ. উপকরণ ব্যবহারে

**উত্তরমালা:** ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. তুলনামূলক শিক্ষার লক্ষ্য কী?
২. বুদ্ধিবৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে কী বোঝায়?
৩. তুলনামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাভিত্তিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোনস্ কী বলেছেন?

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'ব্রেন্যড্রেন' রোধ করার জন্য কী করা প্রয়োজন? অপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করুন।
২. 'অন্য দেশের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

# পাঠ- ১.৪: তুলনামূলক শিক্ষার উৎস এবং কার্যকারিতা

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষার উৎস বর্ণনা করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## তুলনামূলক শিক্ষার উৎস

অতীতকাল থেকে বিদেশী শিক্ষার সাথে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে প্রমাণিত। আদিকালে ভ্রমণ বিলাসীগণের শিক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তাদের সকল অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হত ভ্রমণ বাহিনীর মাধ্যমে। প্রাচীনকালে গ্রিক পণ্ডিত জেনোফোন পারস্যে যান শুধুমাত্র শিক্ষা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জন্য। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে গ্রিক ও পারস্যের শিক্ষা সম্পর্কে নানা তথ্য মানুষ জানতে পারে। এরপর রোম দেশীয় সিসেরো,ট্যাসিটাস ও জুলিয়াস সিজারের কাছ থেকে যথাক্রমে রোমান, গ্রিক, পারসীয়, ইহুদী, বৃটেন ও জার্মান জাতির শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও প্রথা সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়। মধ্যযুগে আরব বণিক সুলাইমানের চিন ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে চিনের শিক্ষা ইতিবৃত্ত প্রকাশ পায়। মার্কোপোলো, খ্রিস্টান মিশনারী ও পর্তুগীজ ধর্ম প্রচারকগণ চিন ও জাপান ভ্রমণ করেন এবং চিন ও জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রমাণ রেখে যান। পরিব্রাজক আই সিং এবং হিউয়েন সাং ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। এভাবে যুগে যুগে পণ্ডিত ও পরিব্রাজকগণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়। পরবর্তীতে বিশেষজ্ঞগণ এ সব লেখনির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। এ সব ঐতিহাসিক তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে তুলনামূলক চিত্র জানা যায় তা প্রকৃতভাবে তুলনামূলক শিক্ষা উপজীব্য বিষয়বস্তু হিসেবে পরিগণিত।

উনিশ শতকের শুরুতেই শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে অনুশীলন করতে উদ্যোগী হন। তখন বিভিন্ন দেশের শিক্ষার তুলনা করার জন্য শিক্ষা সম্পর্কীয় প্রবন্ধ, গ্রন্থ, গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এরই সূত্র ধরে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার সমস্যা, জন সম্পদ ও অর্থনৈতিক সম্পদের সাথে সংগতি রেখে শিক্ষার চাহিদা, শিক্ষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের গবেষণা করা হয়। এভাবে দেশের শিক্ষাবিদগণের কাছে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা তুলনামূলক শিক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার অন্তর্গত নানা দিনের তুলনামূলক আলোচনা, পর্যালোচনার জন্য তুলনামূলক শিক্ষা বিষয় রচনা করতে উদ্যোগী হন। তবে পরবর্তী শুধুমাত্র বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার সমস্যা এবং সমাধানও তুলনামূলক শিক্ষার আওতায় আনা হয়। তুলনামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন নৃতত্ত্ব সাহিত্য, ধর্ম, আইন, শরীরতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলোর মত প্রায় একইভাবে তুলনামূলক শিক্ষার সূচনা হয়।

অন্যদিকে তুলনামূলক শিক্ষার প্রথমিত পর্যায় হিসেবে কোন দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, নিয়ম–নীতি অধ্যয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতীয়মান যে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হত। তবে পরবর্তীত তুলনামূলক শিক্ষাবিদ, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকগণ কর্তৃক কতগুলো নিয়ম প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য তুলনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এ ব্যাপারে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন ফরাসী দার্শনিক ও

শিক্ষাবিদ চার্লস লুই মনেটস্ক্যুই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে আধুনিক রূপ দান করেন।

## কার্যকারিতা

শিক্ষাবিদগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করে তুলনামূলক শিক্ষার বিষয়টির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বহু যুগ ধরে বিষয়টির বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, রিপোর্ট ও গবেষণা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উন্নয়নের কারণে এগুলোর প্রয়োজন ছিল। তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন একদিকে যেমন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়, অন্য দিকে শিক্ষা সংস্কারের জন্যও বিষয়টির সর্বাধিক কার্যকরী গুরুত্ব রয়েছে। অপরদিকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতা সৃষ্টির জন্যও এ বিষয়টি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। তুলনামূলক শিক্ষা ক্রমেই আধুনিক রূপ লাভ করছে। আধুনিক তুলনামূলক শিক্ষার জনক স্যাডলার বিভিন্ন দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে অধ্যয়ন এবং ধনাত্মক দিকগুলো নিজ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন। বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। এমন কি দোষ–গুণ, সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য বিচার বিশ্লেষণ করাও সহজ হয়। পরবর্তীতে উদঘাটিত সমস্যার সমাধানে কোন দেশ কী পন্থা অবলম্বন করে তা এ বিষয়টি অনুশীলনের মাধ্যমেই জানা যায়।

বর্তমান যুগে শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার বৈশিষ্ট্যের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ কারণে শিক্ষাবিদগণ বৃহত্তর পরিবেশের কথা চিন্তা করে শিক্ষার উন্নয়নে সচেষ্ট হন। বৈদেশিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে নিজ নিজ দেশের শিক্ষার সমস্যা সমাধান, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। আবার নিজ দেশের শিক্ষা গ্রহণ শেষে শিক্ষার্থীরা অন্য দেশে গিয়ে যেন প্রয়োগ করতে পারে বা মর্যাদা পায় শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। অর্থাৎ এ বিষয় অধ্যয়নের প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন শিক্ষার উন্নয়ন করা যায়, অন্যদিকে তেমন শিক্ষার চাহিদা নিবৃত্ত করার ধারণা সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. পণ্ডিত জেনোফোন কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে যান?
   ক. শিক্ষা ও সাহিত্য
   খ. শিক্ষা ও আইন
   গ. শিক্ষা ও ধর্ম
   ঘ. শিক্ষা ও দর্শন

২. আরব বণিক সুলাইমান কর্তৃক কোন দেশের শিক্ষা সম্পর্কে জানা যায়?
   ক. চীন
   খ. জাপান
   গ. গ্রিক
   ঘ. পারস্য

৩. তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়নে কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়?
   ক. জ্ঞান অর্জনে
   খ. পাঠদান পরিচালনায়
   গ. গ্রন্থ রচনায়
   ঘ. শিক্ষা সংস্কারে

**উত্তরমালা:** ১.খ, ২. ক, ৩. ঘ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তুলনামূলক শিক্ষা বিষয় কীভাবে সূচনা লাভ করে?
২. চার্লসলুই মন্টেস্ক্যুই তুলনামূলক শিক্ষার কোন ক্ষেত্রে এবং কীভাবে অবদান রাখেন?

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তুলনামূলক শিক্ষা বিষয়ের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষার কার্যকারিতা উল্লেখ করুন।

# পাঠ- ১.৫: শিক্ষা অধ্যয়নে তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

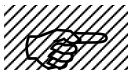

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## শিক্ষার প্রভাব

শিক্ষা ব্যক্তি তথা সমাজকে উন্নত করে। ব্যক্তির আচরণকে শিক্ষা যেমন কাঙ্খিত, বাঞ্চিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে ভূমিকা রাখে, তেমন সমাজ কলুষমুক্ত হয়ে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছাতেও সাহায্য করে। **এস.ভি.সি. জেফ্‌ব্রীস** শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, "Education is an instrument for conserving transmitting and renewing culture." প্রকৃত অর্থে কৃষ্টি যেমন সংরক্ষণ করে, তেমন নতুনত্ব আনয়ন ও পরিচলন ক্ষেত্রেও প্রভাবিত করে। শিক্ষার শুরু সেই আদিম যুগ থেকে। তখন মানুষের চাহিদা ছিল খাদ্য গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই পশু শিকার করে কীভাবে সফল হয়ে ফিরে আসা যায় তা শিক্ষা দেয়া হত। জীবন বাঁচানোই ছিল শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়। এ শিক্ষা অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও পরবর্তীতে জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষার প্রসার লাভ করে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষায় আসে ভিন্নতা। আর এ শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষের যে পরিবর্তন হয় তা তাকে উন্নত ও আদর্শবান করে গড়ে তুলতে প্রভাবিত করে।

মানুষ তার চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষা তথা বহুবিধ শিক্ষা অধ্যয়ন করতে চায়। নিজের পরিচিতি মণ্ডলের সামাজিক, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলোর জ্ঞান অর্জনের পর পার্শ্ববর্তীএবং দুরবর্তী দেশগুলোর নানা দিকের শিক্ষা অর্জনে মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সব শিক্ষা অর্জনের পর মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে বিভিন্ন দেশের উপাদানগত তথ্যের সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে নিজ দেশের সাথে অপর দেশের শিক্ষা উপাদানের তুলনা করতেও উদ্যোগী হয়।

মানুষের জানার আকাঙ্খা সীমাহীন। তাই তখন বিভিন্ন দেশের শিক্ষার নানা উপাদান সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করত। উনিশ শতক হতে শিক্ষাবিদগণের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা অধ্যয়নে উৎসাহ দেখা যায়। শিক্ষাবিদগণ নিশ্চিত হন যে, সাংস্কৃতি বা কৃষ্টির উন্নয়নে ব্যক্তির যোগ্যতা সর্বাধিক। আর এ যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম সংস্কৃতিবা কৃষ্টির নির্ধারক বলতে তাঁরা মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম, জ্ঞান, আচরণ, অনুষ্ঠান, প্রথা, মূল্যবোধ, সামাজিক ব্যবস্থা শিক্ষা প্রভৃতিকে মনে করেন। অতএব বলা যায়, মানুষের সমগ্র জীবনের পরিবেশ হচ্ছে সংস্কৃতির সমার্থক। সুতরাং,এ সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে সমাজ উপযোগী করে গড়ে তোলার শিক্ষা লাভ করে। সে কারণেই মানুষ চায় নিজের পরিমণ্ডলের বাইরে থেকেও শিক্ষা অর্জন করতে। উপলব্ধি করতে চায় নিজের চারপাশ হতে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করছে তার মধ্যে যথার্থতা, আধুনিকতার স্বরূপ। এরই সূত্র ধরে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন দেশের শিক্ষা অধ্যয়নের।

## তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক তুলনামূলক শিক্ষার জনক স্যাডলার বিদেশী শিক্ষা অধ্যয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এ সম্বন্ধীয় স্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন যে, "বিদেশী শিক্ষা অধ্যয়ন করা উচিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে" এক্ষেত্রে বলা যায়, শুধু অধ্যয়ন নয় সে সাথে বিদেশী শিক্ষাও স্বদেশের শিক্ষা অন্তর্গত বিষয়সমূহ গভীর তবে উপলব্ধি করা উচিত। তিনি বিভিন্ন সমাজের শিক্ষার তুলনামূলক বিচার সাপেক্ষে ভাল দিকগুলো নিজ দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলন করার দিকেও দৃষ্টিপাত করেন। তবে দেশের বাস্তব দিকগুলো বিবেচনায় তবে বিদেশী শিক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ম্যান বলেন, "বিদেশী শিক্ষার কোন দিক গ্রহণ করার পূর্বে উক্ত দেশের যে সসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তাদের শিক্ষার রূপদান করেছে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এরপরও আধুনিক শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সমালোচকগণ বিদেশী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন এবং স্বদেশের শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদেশী শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দান করেন।

- শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে;
- অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দিতে পারেন;
- শিক্ষার সমস্যা ও সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে সমর্থ হন;
- বিভিন্ন দেশের শিক্ষা বিষয়ক অধ্যয়নের ফলে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ভালো সম্ভব হয় শিক্ষার জগতকে সমৃদ্ধ করে;
- দেশের শিক্ষার নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বিদেশী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধিকরণে সচেষ্ট হবেন;
- বিভিন্ন দেশের শিক্ষা অধ্যয়ন করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন;
- তুলনামূলক শিক্ষার মাধ্যমে পেশাগত অবস্থান সুদৃঢ়করণে সামর্থক ভূমিকা রাখে।

বর্তমান যুগের তুলনামূলক শিক্ষার অধ্যয়ন নানাভাবে শিক্ষার জগতকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। প্রবীন ও নবীন শিক্ষাবিদগণ তাদের বিভিন্ন শিক্ষা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে সুফল পাচ্ছেন। বর্তমানে স্বদেশের বিভিন্ন দিকের উন্নয়নে তুলনামূলক শিক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তুলনামূলক শিক্ষাবিদগণের সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন বলে বিশেষজ্ঞগণ ও পরিকল্পনাবিদগণ অভিমত প্রকাশ করেন। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদগণ দেশের নানাবিধ সমস্যা তথা শিক্ষা সমস্যা সমাধানে বিদেশী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং তা প্রয়োগে সচেষ্ট হন। শিক্ষাবিদগণও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষা অধ্যয়ন করে নিজেদের আরও দক্ষ এবং অভিজ্ঞ করতে পারেন। যা তাঁদের পেশাগত অবস্থান সুদৃঢ়করণের সমার্থক।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. আদিম যুগের শিক্ষার প্রথমিক পর্যায় কী?
   ক. খাদ্য গ্রহণ কৌশল
   খ. রন্ধন কৌশল
   গ. শিকার কৌশল
   ঘ. আচরণ কৌশল

২. শিক্ষার প্রভাবের সাথে কোন দিকটি সর্বাধিক প্রযোজ্য?
   ক. উন্নত ও আদর্শবান
   খ. খাদ্য ও পোশাক
   গ. বাসস্থান ও কাজ
   ঘ. ধর্ম ও প্রথা

৩. শিক্ষাবিদগণের মতে কৃষ্টির উন্নয়নে কোনটি প্রয়োজন?
   ক. ব্যক্তির মনোভাব
   খ. ব্যক্তির যোগ্যতা
   গ. ব্যক্তির চেষ্টা
   ঘ. ব্যক্তির ইচ্ছা

**উত্তরমালা:** ১. গ, ২. ক, ৩. খ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মানুষ কেন বহুবিধ শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়?
২. শিক্ষার প্রভাব কী?

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. "বিদেশী শিক্ষা অধ্যয়ন করা উচিত, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে"– উক্তিটি পক্ষে মতামত প্রদান করুন।
২. তুলনামূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

# পাঠ- ১.৬: উন্নত দেশের শিক্ষামূলক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশ সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- উন্নত দেশের (নির্ধারিত) শিক্ষার উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

## উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশ

বিশ্বের ছয়টি মহাদেশে রয়েছে বিভিন্ন ধরন বা শ্রেণির দেশ। কোন দেশ উন্নত, কোন দেশ অনুন্নত। আবার কিছু দেশ রয়েছে উন্নয়নশীল। অন্য দিকে দেখা যায় কিছু দেশ আছে যা নব্য শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। এ রূপ হওয়ার পিছনে রয়েছে কিছু মানদণ্ড বা শর্ত যা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা যায়।

**উন্নত দেশ–** উন্নত দেশ হিসেবে কোন দেশই উৎপত্তি লাভ করে না। প্রকৃত অর্থে দেশকে উন্নত করে নিতে হয়। উন্নত দেশ সম্বন্ধে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বলেন, "উন্নত দেশ বলতে যে সকল দেশ তার নাগরিকদের মুক্ত ও নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপদসহ উপযুক্ত পরিবেশে স্বাস্থ্যকর জীবন প্রদানে সক্ষম তাকে বুঝায়"। যেমন– যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ।

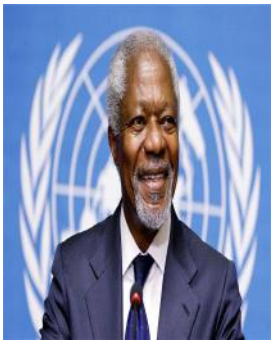

কফি আনান

**উন্নয়নশীল দেশ–** সাধারণত যে সব দেশ অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় অগ্রগামী, তবে উন্নত দেশগুলোর পর্যায়ভুক্ত নয়, বিশ্বের সেই দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত কম ও মধ্য আয়ের দেশ হিসেবেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিচিতি রয়েছে। যেমন– বাংলাদেশ, মায়ানমার, ভারত, মালয়েশিয়া, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি।

কোন দেশেরই শিক্ষার উন্নয়ন একদিনে হয়নি। বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উন্নয়নের মূলে রয়েছে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রভাব, শিক্ষাবিদগণের প্রচেষ্টা আর সামাজিক পরিবেশ। কোন দেশের শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখে সে দেশের জনসমষ্টির চাহিদা, ধর্ম, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, প্রথা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দর্শন, অবস্থা প্রভৃতি। এ কারণেই বিভিন্ন দেশের শিক্ষার উন্নয়নমূলক ইতিহাসের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়।

## উন্নত দেশের শিক্ষার উন্নয়ন

### ইংল্যান্ড

ষষ্ঠ শতকে **রাজা আলফ্রেড** তাঁর দেশের ভবিষ্যত জনগণের মধ্যে নাগরিকের প্রকৃত গুণাবলি বিকাশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন ও তিনি তাঁর আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত এ দেশের স্বনামধন্য পাবলিক স্কুলের জন্ম হয়। পাশাপাশি ধর্ম প্রচারকগণও শিক্ষা বিস্তারে অংশগ্রহণ করেন। অর্থাৎ এ সময় বেসরকারিভাবেই শিক্ষা উন্নয়ন হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের যে অর্থনৈতিক ও শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা এ সময় থেকে শিল্পের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সফলতা ও প্রযুক্তি বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। মাত্র উনিশ শতকে রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষার অগ্রসর যাত্রা শুরু হয়। ১৮৩২ সাল থেকে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বার্ষিক বরাদ্দের প্রবর্তন হয়। ১৮৩৯ সালে Committee on Education গঠিত হয় এবং ১৮৯১ সাল পর্যন্ত এ কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান কাজের দায়িত্ব পালন করে। ১৮৫৩ সালে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে অর্থ সরবরাহের জন্য গঠিত হয় Department of Science and Arts যা ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে প্রথমিক শিক্ষার জন্য ১৮৭০ সালে Education Act বা ফর্স্টার এ্যাকট পাশ হয়েছিল। এ আইন দ্বারা সরকার, চার্চ এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো স্কুল পরিচালনা করে। পরে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে প্রথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত হয় স্কুল বোর্ড। এরপর ১৮৮৮সালে Local Government Act দ্বারা শিক্ষা উন্নয়নে বহুমুখী ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে কাউন্টি ও কাউন্টিবারো প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯১ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৮৯৪ সালে গঠিত ব্রাইস কমিশন শিক্ষা প্রশাসনকে সুগঠিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রীর পদ এবং মন্ত্রীর সহায়ক "শিক্ষা পরিষদ" গঠনের সুপারিশ করে। তবে শিক্ষাকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে এ সুপারিশ কার্যকরী না করে Local Educational Authority (LEA) নামক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, নিম্ন কারিগরি প্রভৃতি শিক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। এরপর ১৯০২ সালে বেলফোর আইনের মাধ্যমে সরকারিভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৯১৭ সালে ফিসার আইন নামক আরও একটি শিক্ষা আইনে সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়। মূলত এ আইনের দ্বারা শিক্ষার উপর সূদুর প্রসারী প্রভাব দেখা যায়।

১৯২১ সালে আর একটি শিক্ষা আইন তৈরি হয় এবং এ আইন দ্বারা মাধ্যমিক স্কুলের পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় কাউন্টি ও কাউন্টি বার কাউন্সিলের উপর। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ষোল বছর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রাখা হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ শিক্ষা আইনের (বাটলার আইন) মাধ্যমে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম একটি সর্বাঙ্গীন জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইন দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারমূলক কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়, যেমন-

ক. ইংল্যান্ডে শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর স্থাপন এবং শিক্ষা বোর্ডের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়া হয়। আবার কাজের সুবিধার্থে স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ গঠন হয়।
খ. যুক্তরাজ্যের সমগ্র শিক্ষার্থীর চাহিদা, যোগ্যতা অনুযায়ী অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হয়।
গ. সর্বপ্রথম যুক্তরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে এবং কেন্দ্রিয় সরকারের আওতায় আনা এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষার ব্যবস্থা আওতাভুক্ত করার দায়িত্ব দেয়া হয়।
ঘ. এ আইনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

- **প্রথমিক শিক্ষা–** নার্সারী হতে ১১ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের জন্য এ শিক্ষা স্তর।
- **মাধ্যমিক শিক্ষা–** এ স্তরে তিন প্রকারের স্কুল– যেমন গ্রামার স্কুল, টেকনিক্যাল স্কুল ও মডার্ন স্কুলে সকল কিশোর ও তরুণদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

- **অতিরিক্ত শিক্ষা** বা Further Education- বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণদের জন্য নিয়মিত, খণ্ডকালীন এবং বৃত্তি ও পেশামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীদের স্কুলে থাকাকালীন খাদ্য, চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যবস্থা, বিনোদন, শরীর চর্চা ও দরিদ্রদের পোশাকের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রদান করে।

এরপর উনিশ শতকের শেষভাগ হতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের শিক্ষার উন্নয়ন ক্ষেত্রে আরও পরিবর্তন করা হয়। উল্লেখ্য যে বিশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে একটি সুষ্ঠু ও জাতীয় শিক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। ইংল্যান্ডে বর্তমানে শিক্ষার মূল্য লক্ষ্য হল কর্মমুখী ও প্রয়োগমুখী শিক্ষার সাথে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতীয় উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়:

- শিশুদের জন্য একটি সুন্দর শৈশব নিশ্চিত করা।
- শিশুদের সুন্দর জীবন উপযোগী পরিবেশ উপহার দেয়া।
- যুবকদের জন্য সার্বিক সুযোগ তৈরি করা।
- শিক্ষার্থীরা যেন মেধা অনুযায়ী উন্নতি করতে পারে তার সহযোগিতা করা।
- দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা।

## আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

**আমেরিকা শিক্ষা–** ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শিক্ষার বয়স স্বল্প কালের। প্রায় পাঁচ শত বছর পূর্বে এ মহাদেশে শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়। প্রমাণিত যে, পিউরিটান ধর্মের অনুরাগী অধিবাসীগণ ষোড়শ শতকে উত্তর আমেরিকার নিউইংল্যান্ডে বসবাসের জন্য আগমন করেন এবং এদের হাতেই জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন হয়। তাঁরা ১৬৪২ সালে ম্যাসাচুসেট্স আইন প্রণয়ন করে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে অভিভাবকদের মনে ছেলে-মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এ আগ্রহ বাস্তবায়ন করে স্থানীয় সমাজ ও ফেডারেল সরকার। এভাবেই সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

**শিশু শিক্ষা–** ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিশু শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয় দেখে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৮০৬ সালে প্রথম কিন্ডারগার্টেন স্কুল শুরু করে। শিশু স্কুলে ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়স ছিল না। সাধারণত ব্যক্তি ও সংস্থা দ্বারা স্কুলগুলো পরিচালিত হত। প্রথম দিকে জনগণ এ শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীওে শিশু শিক্ষার উন্নয়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে তিন ধরনের শিশু স্কুল আছে, যথা–

ক. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত স্কুল;
খ. প্রাইভেট এজেন্সি পরিচালিত স্কুল;
গ. স্থানীয় ব্যক্তি বা রাজ্য বা ফেডারেল সরকার পরিচালিত স্কুল।

১৮৭২ সালে কালামাজু আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলন হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য ১৮১৯ সালে ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর সুফল দেখে বিভিন্ন রাজ্যে ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

## শিক্ষায় ফেডারেল সরকারের ভূমিকা

১৯২৭ সালে স্মিথ হিউজ আইন দ্বারা পাবলিক হাই স্কুলগুলোকে উন্নত শিক্ষার উপযোগী প্রতিষ্ঠান করার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ফেডারেল সরকার সমকালীন শিক্ষার জন্য ১৯৫৮ সাল হতে সমগ্র দেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করে, যেমন–

- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঋণদান করা;
- প্রথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গণিত, বিজ্ঞান, আধুনিক ভাষা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষণে মান উন্নয়নের জন্য গবেষণাগার স্থাপন, শিক্ষা উপকরণ ও পরীক্ষা গ্রহণের জন্য অর্থ মঞ্জুরী দান করা;
- রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা।
- উল্লেখ্য যে, কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার সকল স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নত হতে থাকে।

১৮৬৭ সালে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য Department of Education প্রতিষ্ঠা হয় যা পরবর্তীতে United States Office of Education পরিচিতি লাভ করে।

প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করে,

- গবেষণা;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরকৃত অর্থ নিয়ন্ত্রণ;
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষার মান রক্ষণ কাজে ভূমিকা পালন।

উল্লেখ করা যায় যে, এ কাজগুলো দ্বারা শিক্ষার মান নির্ধারণ করা হয় আবার রাজ্যগুলোতে শিক্ষার উন্নযনে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে। শিক্ষাক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারকে কোন দায়িত্ব দেয়া না হলেও দেশের শিক্ষার বিকাশ ও উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি অনুদানের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীতে গ্র্যান্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করে এবং এ কলেজগুলো হতে বর্ণবৈষম্য প্রথা রহিত করা হয়।

## স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

আমেরিকার স্কুলে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ। তবে পাবলিক স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে স্থানীয় স্কুল ডিস্ট্রিক্ট স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষুদ্রতম ইউনিট। স্থানীয় করদাতাগণের নির্বাচিত সংস্থা Board of Education। এ সংস্থা ডিস্ট্রিক্টের পক্ষে স্থানীয় শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে। Board of Education বা Education Board-এর কাজ নিম্নরূপ:

- স্থানীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন;
- শিক্ষার মান নিরূপণ ও সংস্কার;
- স্থানীয় শিক্ষার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা;
- স্কুল ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা।

## স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা

জাতীয় ও পাবলিক স্কুলের পাশাপাশি বেসরকারি বা ধর্মীয় সংস্থা দ্বারাও যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। এ সংস্থার অন্তর্গত স্কুল দুই প্রকার–স্বাধীন স্কুল ও ধর্মীয় স্কুল।

স্বাধীন স্কুল- কোন সংস্থা বা অভিভাবকগণ কর্তৃক এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ধর্মীয় স্কুল- প্রকৃতপক্ষে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্যই এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সাধারণত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় কর্তৃক এসব স্কুল পরিচালনা করা হয়।

বর্তমানে এ দুই ধরনের স্কুলে শিক্ষার মান আরও উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় রয়েছে ৩ ধরনের শিক্ষা কাঠামো। যথা-

১. প্রাথমিক শিক্ষা
   ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
   খ. প্রাথমিক শিক্ষা
২. মাধ্যমিক শিক্ষা–প্রাথমিক উত্তর শিক্ষার স্তর
৩. ক. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা
   i. প্রাথমিক
   ii. মাধ্যমিক
- নিম্নমাধ্যমিক হাই স্কুল
- হাই স্কুল

   iii. উচ্চশিক্ষা

খ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
   i. বয়স্ক শিক্ষা
   ii. জীবনভর শিক্ষা

**প্রাথমিক শিক্ষা–** আমেরিকার প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যকতামূলক এবং কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার পরবর্তী শিক্ষা। মূলত এ শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি এবং অবৈতনিক। এ স্তরে গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেয়া হয়। এছাড়া সামাজিক গুণাবলি অর্জনের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। ক্রমেই এ শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হচ্ছে।

**মাধ্যমিক শিক্ষা–** ১৬৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকগণ কর্তৃক প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ও যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যকতামূলক। প্রথমে মাধ্যমিক শিক্ষা সংরক্ষণশীল থাকলেও Benjamin Franklin একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে, "মাধ্যমিক শিক্ষা শুধুমাত্র সংরক্ষণশীল না হয়ে বৃত্তিমূলক হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যেন দক্ষতার মাধ্যমে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে"। এ মতাদর্শের ফলে গ্রামার স্কুল থেকে একাডেমির শিক্ষা সমৃদ্ধি লাভ করে। এ শিক্ষা আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম আধুনিক করা হয় এবং এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতার স্পর্শ লাভ করে। ১৯১৮ সালে মাধ্যমিক শিক্ষাকে উন্নয়ন ও সমাজ উপযোগী করার জন্য দশটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়, যেমন–

১. দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা;
২. সবার জন্য সমান সুয়োগ সৃষ্টি;
৩. আর্থিক নিশ্চয়তা প্রদান;
৪. স্বাধীনতা;
৫. নৈতিকতা;
৬. উপযুক্ত পেশা নির্বাচন;
৭. সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ;
৮. নিরপেক্ষ খেলা;

৯. সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ;
১০. বংশগতির প্রধান্য।

১৯৪৭ সালে ফেডারেল সরকার কর্তৃক "জীবন সম্পৃক্ত শিক্ষা" নামে একটি কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাকে আরও উন্নত করা হয়।

## উচ্চশিক্ষা

বর্তমানের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ১৬০৭ সালে হার্ভাড কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারতার জন্য ১৮১০ সালে Morrill Act, ১৮৬২ কনগ্রেস ব্যাকট কার্যকরী করা হয়। ১৯৭০ সালে উচ্চশিক্ষায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়।

আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা সবার জন্য নয়। এ শিক্ষায় গবেষণা বাধ্যতামূলক না হয়ে শুধু মেধাবীদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে। এখানে দুই প্রকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলন রয়েছে, বেসরকারি ও রাজ্যচালিত বিশ্ববিদ্যালয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গবেষণা কাজের প্রধান্য দেয়া হয়। অন্যদিকে রাজ্য চালিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

## শিক্ষক প্রশিক্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রে চার ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে, যথা–

১. নর্মাল স্কুল– চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি দেয়া হয়। পরবর্তীতে এখানে এম.এড ডিগ্রিও দেয়া হয়।
২. টিচার্স কলেজ– এ কলেজে সাধারণ শিক্ষা, পেশাগত শিক্ষা, শিক্ষাদান অনুশীলন প্রভৃতি কোর্স রয়েছে।
৩. শিক্ষা বিভাগ– শিক্ষার প্রসারের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ চালু করা হয়েছে।
৪. কলেজ অব এডুকেশন– বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নামে পৃথক বিভাগ আছে। পেডাগজী বিষয়াদি এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

## অস্ট্রেলিয়া

১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় কমনওয়েলথ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ছয়টি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষার দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হয়। প্রথম দিকে গীর্জা পরিচালিত গ্রামার স্কুলে শুধুমাত্র ধনী অধিবাসীদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করত। ১৮৭২-১৮৯৩ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক ও ধর্ম নিরপেক্ষ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ অর্থে কার্যকর হয়নি। তবে ১৯১৬ সালে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। পরবর্তীতে ১৯২০-১৯৩৯ সালে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়ে এ নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

শিক্ষা ক্ষেত্রকে নবায়ন ও আধুনিক করার জন্য অস্ট্রেলিয়া বেশ তৎপর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত শিক্ষা সমালোচক ফ্রিম্যান বাট– এর উক্তি প্রণিধান যোগ্য, "Australia needs a great educational revival and awakening of interest in education. I miss awidespread of ferment or dissatisfaction as criticism… of ideas or experiment." মূলত এ সময় হতে অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার উন্নয়ন শুরু হয় যা, 'A great educational revival' বা 'রেনেসাঁস' হিসেবে গণ্য করা যায়। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কমনওয়েলথ সরকার কর্তৃক গঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কমিটি।

**কমিশন অন এ্যাডভান্সড এডুকেশন–** ১৯৭১ সালে শিক্ষার উন্নয়ন ও সকলরাজ্যে শিক্ষার সুষম বিকাশের নিমিত্তে গঠিত হয় এ কমিটি।

**ইন্টারিম কমিটি ফর অস্ট্রেলিয়ান স্কুলস্ কমিশন–** সরকারি–বেসরকারি প্রথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার মান উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রফেসর পিটার কারমেলের নেতৃত্বে এ কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭২ সালে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভের পর এ কমিটি এখনও স্কুলে অনুদান প্রদান করেছে।

**প্রি–স্কুল কমিটি–** ১৯৭৩ সালে এখানে প্রি–স্কুল কমিটি গঠিত হয়। এরপর Australian Children's Commission গঠন করেএবং এর মাধ্যমে জাতীয়ভাবে শিশু শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

**কমনওয়েলথ সরকারের ভূমিকা–** অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় উন্নয়ন, কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ সাহায্য করে চলেছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা

অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় শিক্ষামন্ত্রী কমনওয়েলথ সরকারের পক্ষে শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। যেমন–

১. জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;
২. রাজ্যের শিক্ষা উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দকরণ;
৩. কমনওয়েলথ সরকারের অওতাভুক্ত এলাকা এবং কেন্দ্রিয় রাজধানীর অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ;
৪. বিশেষজ্ঞগণের প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. শিক্ষা বৃত্তি প্রচলন;
৬. গবেষণার মাধ্যমে সম্পন্ন সমগ্র দেশের তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ;
৭. ইউনেস্কো ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ রক্ষা;
৮. সমগ্র রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নীতকরণে সহযোগিতা করা।

## রাজ্য সরকারের ভূমিকা

অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও টেকনিক্যাল শিক্ষা পরিচালনা করে। রাজ্য সরকার নিকট ও দূরবর্ত অঞ্চলের শিক্ষা প্রশাসন নীতি বাস্তবায়ন সাপেক্ষে শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

## স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা

বিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়নে রাষ্ট্রের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত কিছু বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এদেশের শিশুদের জন্য ফ্রি কিন্ডারগার্টেন ইউনিয়ন নামে একটি বেসরকারি সংগঠন শিক্ষার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট। পাশাপাশি নার্সারি স্কুলের শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজও পরিচালনা করছে। এ কারণে এ স্কুলগুলো বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায় জাতীয় শিক্ষার নিয়ম মেনে তাদের স্কুলে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করছে। এ স্কুলগুলোতে ধর্ম শিক্ষাসহ সরকারি স্কুলের পাঠ্য বিষয় অধ্যয়নের প্রচলন রয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৬

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. কোনটি উন্নয়নশীল দেশ?
   ক. মেক্সিকো
   খ. যুক্তরাষ্ট্র
   গ. যুক্তরাজ্য
   ঘ. কানাডা

২. রাজা আলফ্রেড কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?
   ক. জার্মানী
   খ. যুক্তরাষ্ট্র
   গ. ইংল্যান্ড
   ঘ. মেক্সিকো

৩. ম্যাসাচুসেট্স আইন কখন প্রণীত হয়?
   ক. ১৬১২ সালে
   খ. ১৬২২ সালে
   গ. ১৬৩২ সালে
   ঘ. ১৬৪২ সালে

**উত্তরমালা:** ১. ক, ২. গ, ৩. ঘ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বোঝায়?
২. অতিরিক্ত শিক্ষা কী?
৩. অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইংল্যান্ডে বাটলার আইনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
২. যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষায় ফেডারেল সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৩. অস্টেলিয়ার শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাগুলো উল্লেখ করুন।

# পাঠ- ১.৭: উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষামূলক উন্নয়নের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

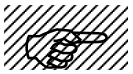

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্নয়নশীল দেশ সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন।
- উন্নয়নশীল দেশের আওতাভুক্ত নির্ধারিত দেশ সমূহের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

## উন্নয়নশীল দেশ

বিশ্বের দেশগুলো উন্নয়নের মানদণ্ডে নিরূপণ করা হয়।এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যানগত সূচকের মাধ্যমেও নির্ণয় করা হয়। যেমন– মাথাপিছু আয়, শিক্ষিতের হার, আয়ুষ্কাল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন নিম্ন তেমন মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রাও উন্নত দেশ অপেক্ষা পশ্চাৎমুখী। এছাড়া বিশ্বে কিছু নব্য শিল্পোন্নত দেশ (New Industrial Countries-NIC) রয়েছে যাদের অর্থনীতি উন্নয়নশীল বিশ্ব অপেক্ষা উন্নত ও বিকশিত; তবে উন্নত দেশের সমতুল্য নয়।

## শিক্ষা উন্নয়নে উপাদানের প্রভাব

উন্নত দেশের মত উন্নয়নশীল দেশেও শিক্ষা তথা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করে। অন্যতম মৌলিক কাজ হিসেবে শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারতার জন্য গ্রহণ করে নানা পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ড। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় দর্শন গভীরভাবে শিক্ষাকে প্রভাবান্বিত করে। তবে এ কথা প্রমাণ রাখে যে রাষ্ট্রীয় দর্শনের বাইরেও কিছু উপাদান রয়েছে যেমন, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম, প্রথা শিখনে পরিবেশ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি শিক্ষার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে উপাদানগত পার্থক্যের কারণেই দেশে দেশে শিক্ষার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। নিচে উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

## বাংলাদেশ

পৃথিবীর ইতিহাসে নব প্রতিষ্ঠিত দেশের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় আদর্শ। সংগত কারণেই শিক্ষাব্যবস্থায় এ উপাদানগুলোর প্রতিফলন দেখা যায়। ১৯৭২ সালে ড.কুদরত এ খুদার নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় যার রিপোর্ট ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। মূলতঃ কুদরত এ খুদা শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, সংস্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে জাতি গঠনের নির্দেশ ছিল। পরে ১৯৭৯ সালে অন্তবর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং ১৯৮৮ সালে মফিজ উদ্দিন কমিশন রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। তবে মানসম্পন্ন শিক্ষার উন্নয়নে তেমন কার্যকরী রূপলাভ ঘটেনি। একটি দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর নির্ভর করে। অপর দিকে কোন দেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ হয় সে দেশের শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি করে। এদেশে আধুনিক, যুগোপযোগী ও মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রচলন করার মানসে দীর্ঘদিন পর ২০১০ সালে প্রণীত হয় যুগান্তকারী জাতীয় শিক্ষানীতি।

এ জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০ মাইলফলক হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। এ শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে "মানবতার বিকাশ এবং জনমুখী উন্নয়ন ও প্রগতিতে নেতৃত্বদানের উপযোগী, মননশীল,

যুক্তিবাদী,নীতিবান, নিজের এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কুসংস্কারমুক্ত, পরমত সহিষ্ণু, অসম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক এবং কর্মকুশল নাগরিক গড়ে তোলা" ।

ড. কুদরত এ খুদা

জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০এর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষানীতি। সে অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন এবং একই লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা। অন্যদিকে এ দেশের রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021) হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। আর এ জন্যই প্রয়োজন শিক্ষার মাধ্যমে এ দক্ষতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন বিধায় বর্তমানে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

## শিক্ষাব্যবস্থা

**প্রাক–প্রথমিক শিক্ষা–** বিদ্যালয় শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য ৫$^{+}$ বছর বয়স্ক শিশুদের এক বছর মেয়াদি এ শিক্ষা চালু করা। তবে পরবর্তীতে ৪$^{+}$ বছরে পরিবর্তন করা হবে। এ স্তরে শিক্ষাক্রমে অন্যতম দিক হচ্ছে শিক্ষার প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি সুকুমার বৃত্তি অনুশীলন, সহনশীলতা এবং শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

**বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো**

<table>
<tr><td colspan="5">শিক্ষার কাঠামোগত বিন্যাস</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td></td><td colspan="2">ডক্টরেট<br><br>এম.ফিল</td><td rowspan="4">উচ্চশিক্ষা</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>স্নাতকোত্তর</td><td rowspan="2">স্নাতকোত্তর</td></tr>
<tr><td>২২+<br>২১<br>২০</td><td>১৫<br>১৪<br>১৩</td><td rowspan="2">স্নাতক<br>(সম্মান)</td></tr>
<tr><td>১৯<br>১৮</td><td>১২<br>১১</td><td colspan="2">উচ্চ মাধ্যমক</td></tr>
<tr><td>১৭<br>১৬</td><td>১০<br>৯</td><td colspan="3">মাধ্যমিক</td></tr>
<tr><td>১৫<br>১৪<br>১৩</td><td>৮<br>৭<br>৬</td><td colspan="3">নিম্ন মাধ্যমিক</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| ১২ | ৫ | প্রাথমিক |
| ১১ | ৪ | |
| ১০ | ৩ | |
| ৯ | ২ | |
| ৮ | ১ | |
| ৭ | | প্রাক–প্রথমিক |
| ৬ | | |
| ৫ | | |
| ৪ | | |
| ৩ | | |
| বয়স | শ্রেণি | |

**উৎস:** হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট।

**প্রাথমিক শিক্ষা–** ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে আইন তৈরি হয়। ১৯৯৩ সাল হতে এ আইন কার্যকর হয়। এ শিক্ষার মেয়াদ বর্তমানে পাঁচ বছর, তবে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এ মেয়াদ বৃদ্ধি করে আট পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি বা বর্তমানের নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে ৬ বছর থেকে ১৩ বছর পর্যন্ত শিশু এ স্তরের শিক্ষার্থী। আট বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৮ সালের মধ্যে সমগ্র পর্যায়ক্রমে নিশ্চিতকরা হবে।

এ স্তরের পাঠ্যবিষয়সমূহ হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা, বাংলাদেশ স্টাডিজ, গণিত, সামাজিক পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণাসহ প্রাকৃতিক পরিচিত এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। সমগ্র দেশে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসুচি প্রবর্তন করা হবে।

**মাধ্যমিক শিক্ষা–** বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ শিক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত রয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ–অষ্টম শ্রেণি), মাধ্যমিক (নবম–দশম শ্রেণি) ও উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণি) স্তর। তবে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও সমর্থ অনুসারে তিনটি ধারা অর্থাৎ সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি ধারায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এ স্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে, যেমন– বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি এবং পাশাপাশি থাকবে ঐচ্ছিক বিষয়।

**উচ্চশিক্ষা–** বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানবিক, ব্যবসায়, আইন, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়। আর এ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য রয়েছে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহ। সাধারণ শিক্ষা ধারায় শিক্ষার্থীদের জন্য ২ ধরনের উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ আছে। উচ্চশিক্ষা ৪ বছর মেয়াদী। পাস কোর্সের আওতায় রয়েছে ২ বছর স্নাতক ২ বছর স্নাতকোত্তর। আবার অনার্স বা সম্মান কোর্সের জন্য আছে ৩ বছর স্নাতক এবং ১ বছর স্নাতকোত্তর। পেশাগত শিক্ষাক্ষেত্র যেমন– প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি ৫ বছর মেয়াদি ডিগ্রি কোর্স চালু রয়েছে। এম.ফিল বা পি.এইচডি-কে বিশেষায়িত শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এম.ফিল ২ বছরের এবং পি.এইচডি রেজিস্ট্রেশনের সময় হতে ৬ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে।

**শিক্ষক প্রশিক্ষণ–** সুদীর্ঘ দিন যাবত বাংলাদেশে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রচলিত রয়েছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিদ্যমান।

১. প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/পিটিআই– প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
২. ব্যাচেলর অব এডুকেশন ও মাস্টার্স অব এডুকেশন– মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণের জন্য এ ডিগ্রি দেয়া হয়।

## বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৬টি স্কুলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সার্থকভাবে অবদান রেখে চলেছে। শিক্ষার আরও উন্নয়নের জন্য টেলিভিশনের বিটিভি চ্যানেল ও বাংলাদেশ বেতারে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে তা আরও বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা রয়েছে।

বর্তমানে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করারজন্য পাবলিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রগতিশীল, দূরদর্শী, সৃজনশীল, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ নাগরিক তৈরি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম, প্রতিষ্ঠানগত সুবিধা, পাঠদান ব্যবস্থা শিক্ষার্থী– শিক্ষক অনুপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সার্বিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সুষম সামাজিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ হয়েছে।

## ভারত

অতি প্রাচীনকালে ভারতে শিক্ষা বিকাশ লাভ করে। বর্তমান ভারতের শিক্ষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকের প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সময়ের আবর্তে দেখা যায়, প্রাচীনকালে আর্যদের কাছ থেকেই প্রথম আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন লাভ করে। আর্যগণ কর্তৃক সমাজ চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্র। এদের মধ্যে শুদ্রদের শিক্ষা গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। প্রথম দিকে গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন বেশি ছিল তবে উচ্চশিক্ষার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠানও ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান বিশ্বে যথেষ্ট খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। উচ্চ শিক্ষার বিষয় ছিল শুধুমাত্র অর্থনীতি, চিকিৎসা, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, ধর্ম ও যুদ্ধবিদ্যা।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর যুগোপযোগী শিক্ষার লক্ষে বিভিন্ন স্তরের জন্য কমিশন গঠন করে শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তারাচাঁদ কমিটি (১৯৪৮–৪৯) ড. রাধাকৃষ্ণের নেতৃত্বে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও ড. লক্ষণ স্বামীর নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩) বিভিন্নভাবে শিক্ষার উন্নয়নে কাজে করেও তেমন অগ্রগতি দেখা যায়নি। ১৯৬৪ সালে শিক্ষাবিদ ডি. এস কোঠারির নেতৃত্বে সর্ব ভারতীয় বা কোঠারি কমিশন প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় জাতীয় শিক্ষনীতি ঘোষিত হয়। এরপর ভারত সর্বপ্রথম ১০ বছর ব্যাপী সাধারণ শিক্ষা, ২ বছর উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৩ বছরের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালে শিক্ষাব্যবস্থার আরও উন্নয়নমূলক পরিবর্তন করা হয়;

ড.রাধাকৃষ্ণ

এস. কোঠারি

**প্রাক–প্রাথমিক শিক্ষা–** ৩বছর মেয়াদী প্রাক–প্রথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এ শিক্ষায় সরকারি সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

**প্রথমিক শিক্ষা–** প্রথমিক শিক্ষা নিয়মিত স্কুল শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তর। স্তরটি ২ ভাগে বিভক্ত, (ক) প্রথম শ্রেণি হতে চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণি হচ্ছে নিম্ন প্রাথমিক স্তর (খ) পঞ্চম শ্রেণি হতে সপ্তম/অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ প্রাথমিক স্তর। ১৯৬৮ সালে শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সর্বজনীন করা হয়।

**মাধ্যমিক শিক্ষা–** মাধ্যমিক শিক্ষাও দুইভাগে বিভক্ত– নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা।

- **নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা–** প্রথমিক শিক্ষার উপর নির্ভর করে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর অর্থাৎ ৩ বছর মেয়াদী (৮ম-১০ম শ্রেণি) ও ২ বছর (৯ম-১০ম শ্রেণি) মেয়াদী। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শেষে অর্থাৎ দশম শ্রেণি পাঠের পর প্রথম সাধারণ পরীক্ষা/ সেকেন্ডরী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
- **উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা–** ২ বছর মেয়াদী অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি নিয়ে গঠিত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা। এ স্তরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা।

**উচ্চশিক্ষা–** ৩ বছর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে স্নাতক বা ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং আরও ২ বছর শিক্ষার পর স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স ডিগ্রি দেয়া হয়।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্থাৎ কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষার উন্নযনের জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠের বিষয়, পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে আধুনিক করা হয়। নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভারত বিশ্বে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এছাড়া কল্যাণমূলক ও কর্ম অভিজ্ঞতায় বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত রা হয়। ১৯৮৫ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'Challenge of Education-A Policy Perspective' ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ১৯৯০–৯২ সালে সংশোধিত Plan of Action প্রণীত হয় এবং ১৯৯২ সালে অনুমোদন লাভ করে। এ POA দ্বারা সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক স্কুল শিক্ষা, নারী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি আধুনিক করা হয়েছে।

১৯৮৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে দিল্লিতে স্থাপন করা হয় Indira Gandhi National Open University. এখানে বিভিন্ন বিষয়ের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কোর্স অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে।

## শ্রীলংকা

শ্রীলংকা ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। এরপর থেকেই দেশটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। এ লক্ষ্যে শিক্ষা সর্বজনীন এবং দেশের সকল জনগণের জন্য সমান সুযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করা হয়। এদিকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন শুরু করে এবং অন্যদিকে সকল স্তরের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়। সে সাথে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার আসে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকা সর্বোচ্চ স্বাক্ষর সম্পন্ন দেশ। বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৯২ শতাংশ।

শ্রীলংকার শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে; দেশের সকল জনগণের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা; যার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলি গড়ে উঠবে এবং জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে উদ্বুদ্ধ হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা যেন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করে দেশের অগ্রগতিতে সহযোগিতা করতে পারে সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। শ্রীলংকার শিক্ষার স্তরগুলো নিম্নরূপ:

**প্রাথমিক স্তর–** ৫ বছর বয়সে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হয়। প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ৬ বছর কাল প্রাথমিক স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

**জুনিয়র বা নিম্নমাধ্যমিক স্তর–** স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি অর্থাৎ দুই বছর ব্যাপী স্তর। এ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

**উচ্চ মাধ্যমিক স্তর–** নিম্ন মাধ্যমিকের পর ৩ বছর মেয়াদী অর্থাৎ নবম থেকে একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। এ স্তরের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা Sri Lankan GCE (GCE-General Certificate of Education) O Level বহিঃপরীক্ষা দিতে পারে। দেশের প্রায় শতকরা ৮৩ ভাগ জনগণ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

**মাধ্যমিক উত্তর বা প্রি–ইউনিভার্সিটি স্তর–** উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অধ্যয়ন শেষে দুই বছর, বা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্রেণি নিয়ে মাধ্যমিক উত্তর স্তর গঠিত। এ স্তর শেষ করে শিক্ষার্থীরা SriLankan GCE A Level পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

**উচ্চ শিক্ষা–** শ্রীলংকার উচ্চশিক্ষা অতি মান সম্পন্ন। GCE A Level পরীক্ষায় পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। উচ্চশিক্ষায় স্নাতক স্তর তিন বছর এবং স্নাতকোত্তর স্তর দুই বছর পর্যন্ত।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও শ্রীলংকায় টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয়ভাবে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৭

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. বাংলাদেশে প্রথমিক স্তরের অন্তর্গত আবশ্যিক বিষয়সমূহ হচ্ছে–
   ক. বাংলা, ইংরেজি, আরবী
   খ. বাংলা, ইংরেজি, নৈতিক শিক্ষা
   গ. বাংলা, ইংরেজি, ভূগোল
   ঘ. বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস

২. সর্ব ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কোন সময়ে গঠিত হয়?
   ক. ১৯৬৪ সালে
   খ. ১৯৬৫ সালে
   গ. ১৯৬৬ সালে
   ঘ. ১৯৬৭ সালে

৩. শ্রীলংকায় স্বাক্ষরতা হার কত?
   ক. ৮২ শতাংশ
   খ. ৮৬ শতাংশ
   গ. ৯০ শতাংশ
   ঘ. ৯২ শতাংশ

**উত্তরমালা:** ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি– ২০১০-এর মূল উদ্দেশ্য কী?
২. ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করুন।

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
২. ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার বিবরণ দিন।
৩. শ্রীলংকার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে হলে যে স্তরগুলো সম্পন্ন করতে হয় তা বর্ণনা করুন।

# পাঠ- ১.৮: তুলনামূলক শিক্ষার তাত্ত্বিক পটভূমি

## উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তুলনামূলক শিক্ষার সংশ্লিষ্ট দিক উল্লেখ করতে পারবেন।
- তুলনামূলক শিক্ষায় শিক্ষাবিদগণের তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## তুলনামূলক শিক্ষার সংশ্লিষ্টতা

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জানার ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্খা, চাহিদা, প্রয়োজন প্রভৃতির পরিবর্তন হয়। মানুষের এ দিকগুলো নিবৃত্ত করার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই শিক্ষায় যুক্ত হয় নিত্য নূতন বিষয়। এ সূত্র ধরেই তুলনামূলক শিক্ষার উৎপত্তি ঘটেছে। যদিও বিষয়টি স্বতন্ত্র এবং নূতন। তবে দেশ তথা সমাজকে উন্নয়নের গথে অগ্রসর করার জন্য তুলনামূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন প্রকৃতির। এ দিকগুলো মূলত শিক্ষার গতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। অপর দিকে তুলনামূলক শিক্ষার পশ্চাৎপট হিসেবেও ভূমিকা রাখে। যদিও পূর্বে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্ব, শিক্ষার নিয়ম-নীতি, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নানা তথ্যের সমারোহকে তুলনামূলক শিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হত। তবে বর্তমানে এ চিন্তা ধারা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।

তুলনামূলক শিক্ষার জনক স্যার মাইকেল স্যাডলার পূর্বের ধারণার পরিবর্তন করেন। বিভিন্ন দেশের উপাদানগুলোর পর্যালোচনা সাপেক্ষে জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে সতন্ত্র ও উন্নয়নমূলক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার তাগিদ অনুভব করেন। মূলত তিনি শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক নির্ণয় করেন। স্যাডলার শুধু নিজেই উপলব্ধি করে ক্ষান্ত হননি। সে সময়ের প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণের প্রতিও এ শিক্ষা অর্জনে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর চিন্তাধারা সমর্থন করে ক্যান্ডেল, হানস্, ম্যালিনসন, ইউলিক শিক্ষাবিদগণ তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন করেন। এরপরই এ বিষয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়। এ বিষয় নিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে গবেষণা করা হয়। দেশ–বিদেশে গ্রন্থ, প্রবন্ধসহ পত্র–পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা–সমালোচনার মাধ্যমে তুলনামূলক শিক্ষার বাস্তব প্রেক্ষিত ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিষয়টি পদ্ধতিগত দিক দিয়েও সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে প্রমাণিত যে, এভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে পরিগণিত হওয়ার মূলে রয়েছে বিষয়টির ফলিত প্রয়োগ।

## তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

- জার্মান দেশীয় **উইলহেলম ডীলথী** শিক্ষা সমাজে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র রেখে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়া উক্ত দেশগুলোর শিক্ষার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করাও তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।
- ইংল্যান্ডের **ম্যাথু আরনল্ড** শিক্ষা ও সমাজকে একে অপরের নির্ভরশীল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর ধারণা সমাজের কোন দিক শিক্ষার বহিঃর্ভূত অংশ নয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ও সমাজের সার্বিক দিকগুলোর সাদৃশ্য–বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করা এবং গ্রহণযোগ্য দিক অনুসরণ করা তুলনামূলক শিক্ষার বিবেচ্য বিষয়।

- প্রসিদ্ধ গবেষক ও 'Education Year Book'– এর সম্পাদক ক্যান্ডেল তুলনামূলক শিক্ষার একজন গবেষক, বিশেষজ্ঞ ও নির্দেশক। তাঁর 'Comparative Education' গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শিক্ষার সাথে কয়েকটি দেশের ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় সমস্যা, জাতীয়তাবাদ, জাতীয় চরিত্র ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করা। তিনি ইউরোপের ছয়টি দেশের শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষা সংগঠন, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শীর্ষক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এ গবেষণার মাধ্যমে ইউরোপের কয়েকটি দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অজানা তথ্য পাওয়া যায়। তাঁর গবেষণায় দেখা যায় সামাজিক প্রগতিশীল আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন ও বিজ্ঞানের সম্প্রসারণের প্রভাব ইউরোপের প্রায় সকল দেশের উপর পড়েছে। কিন্তু এসব আন্দোলনে সকল দেশ একইভাবে সম্পৃক্ত হয়নি। কিন্তু তাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রীয়নীতি হিসেবে শিক্ষার প্রগতিশীল আন্দোলনের তাৎপর্য প্রায় সকল দেশ সামান্য হলেও গ্রহণ করেছে। তবে। এ কথা সত্যি যে, শিক্ষার দিকগুলো প্রতি দেশ তাদের নিজস্ব স্বকীয়তায় বাস্তবায়ন করেছে। ক্যান্ডেল সর্বপ্রথম বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে দেশে দেশে অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠে।
- হানস্ তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন সম্পর্কে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা ছিল বিভিন্ন উপাদান ও শিক্ষার পরিবর্তন সম্পর্কিত 'Comparative Education:A Study of educational factors and Traditions'। যে উপাদানগুলো শিক্ষায় প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো Theory of causation বা কার্যকারণ মতবাদের ভিত্তিতে অর্থাৎ কোন উপাদানের ফলে শিক্ষার কী পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন।
- পরবর্তীতে রবার্ট ইউলিক বিভিন্ন দেশের শিক্ষায় ঐতিহাসিক দিক ও উপাদানের সংশ্লিষ্টতার প্রভাবের পটভূমিতে তুলনামূলক শিক্ষা অধ্যয়ন করেন। তিনিও শিক্ষার সাথে সমাজের সম্পর্কগত দিক উপেক্ষা করতে পারেননি।

শিক্ষাবিদগনের গবেষণা ও দর্শন হতে প্রতীয়মান হয় যে শিক্ষা ও সমাজ পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। যদিও বিভিন্ন দেশের সমাজে কিছু কিছু ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তা অতি জীবন ঘনিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উপযোগী যা তুলনামূলক শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধির সহায়ক। কারণ তাঁরা শিক্ষা ও সমাজের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক যেমন সবার দৃষ্টিগোচর করতে সমর্থ হন তেমন কিছু দিক নির্দেশনা এবং নীতি নির্ধারণও সার্থকভাবে করেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৮

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. শিক্ষার গতি নির্ধারক হিসেবে কোনটি প্রযোজ্য?
ক. সাংস্কৃতিক দিক
খ. প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড
গ. মানুষের জীবনযাত্রা
ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা

২. শিক্ষা ও সমাজের মধ্যে গতিশীল সম্পর্ক নির্ণয় করেন কে?
ক.ম্যালিনসন
খ. ক্যান্ডেল
গ. মাইকেল স্যাডলার
ঘ. হানস্

৩. 'Comparative Education'- কে প্রণয়ন করেন?
ক. ম্যাথু আরনল্ড
খ. ক্যান্ডেল
গ. স্যাডলার
ঘ. রবার্ট ইউলিক

**উত্তরমালা:** ১. ক, ২. গ, ৩. খ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কীভাবে তুলনামূলক শিক্ষার জ্ঞান ব্যবহার করে উন্নতি সাধন শুরু হয়?
২. হানস্ তুলনামূলক শিক্ষার অন্তর্গত কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন? সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

### গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. 'Comparative Education' কেন তুলনামূলক শিক্ষার ইতিহাসে বিরল? বিশ্লেষণ করুন।
২. তুলনামূলক শিক্ষায় শিক্ষাবিদগণের তুলনামূলক শিক্ষা সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক দিক ব্যাখ্যা করুন।

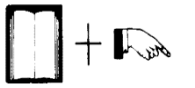

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।**

১. মধ্য আয়ের দেশ কোনটি?
ক. ফ্রান্স
খ. জার্মানী
গ. মিশর
ঘ. জাপান

২. ইংল্যান্ডে কখন থেকে শিক্ষার অগ্রসর যাত্রা শুরু হয়?
ক. ষোড়শ শতক
খ. সপ্তদশ শতক
গ. অষ্টদশ শতক
ঘ. উনিশ শতক

৩. ইংল্যান্ডের কোন সংগঠন ১৮৯১ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় অর্থ মঞ্জুরীর দায়িত্ব পালন করে?
ক. Committee on Education
খ. Education Act
গ. Department of Science and Arts
ঘ. Local Education Authority

৪. অস্ট্রেলিয়ায় কখন বাধ্যতামূলক ও অবৈজ্ঞানিক মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করা হয়?
ক. ১৯০৯–১৯২৯
খ. ১৯২০–১৯৩৯
গ. ১৯২৬–১৯৪৯
ঘ. ১৯৫০–১৯৬৯

৫. কোন আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষার উন্নয়নের পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব অর্পন করা হয়?
ক. বেলফোর আইন
খ. বাটলার আইন
গ. Education Act
ঘ. Local Government Act

**উত্তরমালা:** ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. খ, ৫.খ

### খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত স্তরগুলোর বর্ণনা দিন।
২. ব্রাইস কমিশনের বর্ণনা দিন।
৩. যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

৪. United States Office of Education নামক প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাক্ষেত্রে দায়িত্ব কী ছিল?
৫. অস্ট্রেলিয়া শিক্ষা মন্ত্রীর কাজগুলো উল্লেখ করুন।
৬. শ্রীলংকায় শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের কারণ কী?

## গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তুলনামূলক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন।
২. তুলনামূলক শিক্ষার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষা উন্নয়নে উন্নত দেশের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪. ১৯২১ সালের শিক্ষা আইন দ্বারা যুক্তরাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিবরণ দিন।
৫. যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করুন।
৬. যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।